অর্থসংস্থানের সংজ্ঞা

প্রারম্ভিক কথা ঃ ব্যক্তি, ব্যবসায় সংগঠন এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের তহবিল সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা এবং প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের সকল বিষয়ের সহিত অর্থসংস্থান জড়িত। অর্থ, ঋণ এবং মজুদ পণ্য, স্টক ও বন্ডের মতো বিষয়ের সহিতও অর্থসংস্থান সম্পর্কযুক্ত।

অর্থসংস্থানের সংজ্ঞা ঃ সাধারণত অর্থসংগ্রহ ও উহার ব্যবহার সম্পর্কীয় বিষয়াদিকে অর্থসংস্থান বলে। বিভিন্ন লেখক অর্থসংস্থানের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে অর্থসংস্থানের কয়েকটি জনপ্রিয় সংজ্ঞা তুলে ধরা হলোঃ

(১) ক্রিষ্টি এবং রডেনের মতে, "অর্থ পরিশোধ করার উপায়ের প্রকৃতি ও ব্যবহার সম্পর্কিত বিদ্যাকে অর্থসংস্থান বলে।"

(২) স্কল ও হ্যালীর মতে, "ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহারের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়, নীতি ও তত্ত্বাবলীকে অর্থসংস্থান বলে।"

(৩) জর্জ আর. টেরীর মতে, " অর্থসংস্থান বলতে যে কোন ধরনের মূলধন, ঋণ, নগদ তহবিল ইত্যাদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করাকে বুঝায়।"

(৪) স্টিভেনসনের মতে, " অর্থসংস্থান বলতে সেই উপায়কে বুঝায় যার দ্বারা তহবিল সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা এবং বন্টন সম্ভবপর হয়।"

উপসংহার ঃ উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, অর্থসংস্থান ব্যক্তি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং অর্থসংগ্রহ, অর্থের সংরক্ষণ, পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্যাবলীকে অর্থসংস্থান বলা হয়।

অর্থসংস্থানের প্রকারভেদ

(ক) স্বল্পমেয়াদী অর্থসংস্থান ঃ স্বল্পমেয়াদী অর্থসংস্থান বলতে এক বছর বা তা অপেক্ষা কম সময়ের জন্য অর্থ ঋণ করা বা ঋণ দেয়াকে বুঝায়।

(খ) মধ্যমেয়াদী অর্থসংস্থান ঃ এক বছর থেকে সাত বছর মেয়াদী ঋণকে মধ্যমেয়াদী অর্থসংস্থান বলে।

(গ) দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থান ঃ সাত বছর থেকে পনের বছর মেয়াদের জন্য অর্থসংস্থান পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হলে তাকে দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থান বলে।

আর্থিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা

প্রারম্ভিক কথা ঃ মূলধন হলো একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জীবনী শক্তি। যে কোন ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্যই মূলধন অপরিহার্য। তবে মূলধন কতটুকু প্রয়োজন এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান মোটেই সহজ নয়। এর জন্য আর্থিক পরিকল্পনার প্রয়োজন।

আর্থিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা ঃ সাধারণ অর্থে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ এবং তার যথোপোযুক্ত ব্যবহারের পরিকল্পনাকে আর্থিক পরিকল্পনা বলে। ব্যাপক অর্থে, আর্থিক পরিকল্পনা হলো একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্তওে প্রয়োজনীয় অ র্থেও যোগান দেয়া সম্ভব হয় এবং মূলধন খরচ সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রার চাকা সচল রাখা যায়। নিম্নে আর্থিক পরিকল্পনা সম্পর্কে কয়েকটি জনপ্রিয় সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো ঃ

(১) আইএম পান্ডে এর মতে, "একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তহবিলের পরিমাণ অনুমান করা এবং তহবিলের উৎস নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াকে আর্থিক পরিকল্পনা।"

(২) প্রফেসর এসএস খানকা এর মতে, "প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে একজন উদ্যোক্তা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাকে আর্থিক পরিকল্পনা বলে।"

(৩) ডক্টর আরএস গুপ্তা এবং সহযোগীদের মতে, "প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সকল আর্থিক কার্যাবলী প্রয়োজন সে সম্পর্কে অগ্রিম সিদ্ধান্ত নেয়াই হলো আর্থিক পরিকল্পনা।"

উপসংহার ঃ পরিশেষে বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, কোথা হতে এবং কিরুপে তা সংগ্রহ করা হবে, কোথায় তা খরচ করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে অগ্রিম চিন্তা-ভাবনা করা এবং তা প্রকাশ করাকে আর্থিক পরিকল্পনা বলা হয়।

আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

(১) ব্যবসায়ের প্রকৃতি
(২) প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও মর্যাদা
(৩) ঝুঁকির পরিমাণ
(৪) পূর্বাভাস রচনা
(৫) অর্থ সংগ্রহ নীতি
(৬) তথ্যের গোপনীয়তা
(৭) মোট মূলধনের পরিমাণ
(৮) অর্থ ব্যবহার নীতি

আর্থিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

(১) পর্যাপ্ত তহবিল সংগ্রহ করা।
(২) কম খরচে তহবিল সংগ্রহ করা।
(৩) তহবিল সংগ্রহের খরচের সাথে মালিকের ঝুঁকির সমন্বয় সাধন করা।

(৪) প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সঙগতি রেখে অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা।
(৫) মুনাফা বাড়ানোর জন্য নগদ অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত করা।
(৬) প্রতিষ্ঠান যাতে যথাসময়ে দেনা পরিশোধ করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা।
(৭) নমনীয় আর্থিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মোকাবেলা করা।

আর্থিক পরিকল্পনার গুরুত্ব

(১) অপচয়ের সম্ভাবনা হ্রাস
(২) সমন্বয়ের সুবিধা
(৩) ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে সহায়তা
(৪) উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা
(৫) লাভজনক প্রকল্পে তহবিল বিনিয়োগ
(৬) তহবিল সংরক্ষণে সহায়তা
(৭) সর্বাধিক মুনাফা অর্জনে সহায়ক
(৮) সংশয় দূরীকরণে সহায়তা
(৯) গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যে সহায়তা

অর্থসংস্থানের উৎসসমূহ

(ক) অভ্যন্তরীণ উৎস ঃ
- (১) সংরক্ষিত মুনাফা
- (২) অবচয় তহবিল
- (৩) কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ তহবিল
- (৪) স্থায়ী সম্পদ বিক্রি
- (৫) স্থায়ী সম্পদের মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যবহার
- (৬) কু-ঋণ সঞ্চিতি
- (৭) আয়কর সঞ্চিতি

(খ) বাহ্যিক উৎস ঃ
- (১) মালিকের উৎস
- (২) পাওনাদারের উৎস

(২) পাওনাদারের উৎস-
- (ক) প্রাতিষ্ঠানিক উৎস
- (খ) অ- প্রাতিষ্ঠানিক উৎস

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক উৎস-
- (১) বাণিজ্যিক ব্যাংক
- (২) বিনিয়োগ ব্যাংক
- (৩) বীমা কোম্পানী
- (৪) শিল্প ব্যাংক ও শিল্প ঋণ সংস্থা
- (৫) ইজারা কোম্পানী

(৬) মূলধন বাজার
(৭) বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

(খ) অ- প্রাতিষ্ঠানিক উৎস-

(১) দেয় হিসাবসমূহ
(২) দেয় নোটসমূহ
(৩) বন্ধক
(৪) ঋণপত্র
(৫) বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন
(৬) মহাজন ও সুদের কারবারী
(৭) বকেয়া খরচসমূহ

অর্থসংস্থানের সমস্যাবলী

(১) আর্থিক অস্বচ্ছলতা
(২) ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের অভাব
(৩) অর্থ সংগ্রহকারী অভিজ্ঞ লোকের অভাব
(৪) বিশেষায়িত সংস্থার অভাব
(৫) শহরকেন্দ্রিক অবস্থান
(৬) সরকারের যথাযথ ভূমিকার অভাব
(৭) সুসংগঠিত মূলধন বাজারের অভাব
(৮) ধনী সম্প্রদায়ের অবহেলা
(৯) দায়-গ্রাহকের অভাব
(১০) স্বল্প মুনাফা
(১১) পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থার অভাব
(১২) ঋণ গ্রহণে জটিলতা
(১৩) বৈদেশিক মুদ্রার অভাব
(১৪) পণ্য বাকীতে বিক্রি
(১৫) সুষ্ঠু বিনিয়োগ পরিবেশের অভাব

অর্থসংস্থানের সমস্যা সমাধানের উপায়

(১) অর্থসংস্থানে অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ
(২) সরকারের সহযোগীতা
(৩) দায়-গ্রাহক সংস্থা সৃষ্টি
(৪) অধিক সংখ্যক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি
(৫) ঋণ প্রদানের জটিলতা হ্রাস
(৬) সহজ শর্তে ঋণ প্রদান

(৭) বিশেষায়িত সংস্থা স্থাপন
(৮) সুসংগঠিত মূলধন বাজার
(৯) ধনী সম্প্রদায়ের আগ্রহ সৃষ্টি
(১০) পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা
(১১) বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ
(১২) মুদ্রা বাজার উন্নতি
(১৩) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা